65784 - জন্ম নরিোধক বড়ি ব্যবহাররে কারণে যে নারীর হায়যে অনয়িমতি তনিি নামায-রোযার ক্ষত্রেে কী করবনে?

প্রশ্ন

কয়কে বছর আগে আমি বালগে হওয়ার কয়কে মাস পর আমার পরবিার হজ্জে যাওয়ার সদ্ধিান্ত নয়ে। সফররে নর্দিষ্টি তারখিরে কয়কেদনি আগে আমার হায়যে শুরু হয়। তখন আমি আমার মাকে হায়যে বন্ধরে বড়ি খাওয়ার কথা বলি এবং বড়ি খাই। সে ঘটনার পর থকেে আমার হায়যে অনয়িমতি। এমনকি কয়কে মাস আমার হায়যে হয় না। কখনও কখনও হায়যে শুরু হলে আর থামে না। এ বছর রমযান মাসরে ১০ দনি বা ১১ দনি আগে আমার হায়যে শুরু হয়ছে। খুবসম্ভব ৯ দনিরে মাথায় আমি গোসল করছে। খয়োল করলাম দুইদনি পর পুনরায় হায়যে হচ্ছ। আমার দাদী আমাকে জানালনে য, আমি যনে রমযানরে প্রথম রোযা না রাখি। রমযান মাসরে প্রথম দুইদনিরে রোযা আমি রাখনি। এরপর গোসল করে তৃতীয় দনি থকেে রোযা ধরছে; যদওি রক্তস্রাব অব্যাহত আছ। এর কারণ হল আমার মনে হয় আমি একটি হাদসি পড়ছে য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুলা বা মোটা কাপড় ব্যবহার করে নামায পড়ার অনুমতি দয়িছেনে। কনেনা এটি হায়যেরে রক্ত নয়। আশা করি আপনারা স্পষ্টভাবে বলবনে য, আমি কী করব?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

কোন নারীর হায়যে থকেে পবত্রি হওয়ার আলামত দুইটি: সাদাস্রাব নর্গিত হওয়া। কংিবা স্থানটি শুকয়িে যাওয়া ও রক্তস্রাব পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়া। এমনটি ঘটলে সে নারী নামায পড়বনে ও রোযা রাখবনে। যদি পুনরায় রক্তস্রাব শুরু হয় তাহলে সটো হায়যে; ইস্তহিাযা নয়। তবে রক্ত যদি সার্বক্ষণকি অব্যাহত থাকে কংিবা অল্প কছিু সময় ছাড়া সবসময় অব্যাহত থাকে তাহলে সটো ইস্তহিাযা। শাইখ উছাইমীন (রহঃ) এ ফতোয়াই দয়িছেনে যমেনটি আছে 'ফাতাওয়াল মারআ আল-মুসলমিা (পৃষ্ঠা-২৭৫)।

দুই:

পূর্বোক্ত আলোচনার প্রক্ষেতিে যে দনিগুলোতে রক্তস্রাব অব্যাহত থাকা অবস্থায় আপনি রোযা রখেছেনে সে দনিগুলোর রোযা কাযা পালন করা আপনার উপর আবশ্যক হব; যদি মাসরে অবশষ্টি দনিগুলোতে রক্তস্রাব অব্যাহত না থাক।

তনি:

যদি বরিতহীনভাবে রক্তস্রাব অব্যাহত থাকে তাহলে আপনি ইস্তহিাযাগ্রস্ত। পরবর্তী মাসে আপনার করণীয়:

১। আপনি আপনার হায়যেরে পূর্ব যে অভ্যাস রয়ছেে সে সংখ্যক দনি হায়যে হসিবেে কাটাবনে। এরপর গোসল করে নামায পড়বনে। ইস্তহিাযা; আপনি যমেনটি উল্লখে করছেনে নামায ও রোযা পালনে বাধা দয়ে না। কন্তিু তুলা বা মোটা কাপড় ব্যবহার করবনে; যাতে করে রক্ত ছড়য়িে না পড়ে এবং কাপড় বা নামাযরে স্থান নষ্ট না হয়।

২। যদি হায়যেরে পূর্ব কোন অভ্যাস না থাকে তাহলে এক রক্ত থকেে আরকে রক্তরে পার্থক্য নর্িণয় করার মাধ্যমে আপনাকে হায়যে ও ইস্তহিাযা চনিতে হবে। হায়যেরে রক্ত হচ্ছে কালচে (গাঢ়), ঘন, দুর্গন্ধযুক্ত; হায়যেরে রক্তপাতরে সাথে সাধারণতঃ ব্যথা থাকে। আর অন্য রক্ত হচ্ছে ইস্তহিাযা।

৩। যদি পার্থক্য নর্িণয় করা না যায় তাহলে আপনি ছয়দনি বা সাতদনি হায়যে পালন করবনে। কনেনা অধকিাংশ নারীদরে এটাই হায়যরে ময়োদ। এরপর গোসল করে নামায পড়বনে।

ইস্তহিাযাগ্রস্ত নারী: আর উপর প্রত্যকে ফরয নামাযরে জন্য ওয়াক্ত প্রবশে করার পর ওযু করা আবশ্যক। এ ওযু দয়িে যত খুশি নফল নামায পড়তে পারবনে।

আরও জানতে দখেুন: 68818 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।